সংবাদ

তারিখ ... 21 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ২ ...

পদোন্নতি নিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ

● অফিসার্স পরিষদের ১১ সদস্যের একযোগে পদত্যাগ

খুলনা ব্যুরো

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের আপগ্রেডেশন (পদোন্নতি) দীর্ঘদিন ধরে না হওয়ায় কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কর্মকর্তা কল্যাণ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১৫ জনের মধ্যে এগার জনই গত বৃহস্পতিবার একযোগে পদত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে ক্ষুব্ধ কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, আপগ্রেডেশন বোর্ড করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বারবার আশ্বস্ত করার পর সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও অজ্ঞাত কারণে আপগ্রেডেশন বোর্ড হচ্ছে না। এ অবস্থায় ২৪ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। স্মারকলিপিতে সিন্ডিকেট সভার আগে কর্মকর্তাদের আপগ্রেডেশন বোর্ড করার জন্য ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ না নিলে বৃহত্তর কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয়। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ২২ জুলাই সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত প্রশাসন ভবনে অবস্থান ও কর্মবিরতি, ১৩ জুলাই সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত প্রশাসন ভবনে অবস্থান ও কর্মবিরতি, ২৪ জুলাই সকাল ১০টা থেকে কর্মবিরতি ও সিন্ডিকেট চলাকালীন সভাস্থলের সামনে অবস্থান এবং ২৫ জুলাই সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশন কর্মসূচি পালন। স্মারকলিপির কপি উপ-উপাচার্য, ট্রেজারার, ডিনরা, সিন্ডিকেট সদস্যরা, ডিসিপ্লিন/বিভাগীয় প্রধানরা ও রেজিস্ট্রারকেও পদোন্নতি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

পদোন্নতি নিয়ে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

দেয়া হয়েছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মকর্তাদের স্বার্থ-সংরক্ষণে ব্যর্থ হওয়ায় খুবি অফিসার্স কল্যাণ পরিষদের নির্বাহী কমিটির মধ্যে পদত্যাগ করেছেন সহ-সভাপতি জিএম আনিছুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ মিজানুর রহমান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. জাকির হোসেন, অর্থ সম্পাদক মোঃ মোজাম্মেল হক, দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক মো. মোহাম্মদ মোল্লা, নির্বাহী সদস্য শেখ মো. আকতার হোসেন, এস আতিকুর রহমান, সরদার ইসরাফিল হোসেন, মো. ইকবাল হোসেন, মো. রহমাত আলী ও মো. আবু তাহের খান।

খুবির অফিসার্স কল্যাণ পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবর প্রেরিত এ পদত্যাগপত্রে অভিযোগ করা হয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নয়নসহ বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে অফিসার্স কল্যাণ পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বিগত প্রায় দেড় বছর ধরে ঝুলে রয়েছে। ওই সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষকে বার বার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি কর্মকর্তা পরিষদের সাধারণ পরিষদ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও দাবিগুলো বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা লক্ষণীয়। কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদোন্নয়নের ক্ষেত্রে চরম দলীয়করণে কর্তৃপক্ষের প্রচ্ছন্ন সমর্থন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ চরমভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। তাছাড়া শূন্য হওয়া বিভাগীয় পদগুলো সিনিয়র কর্মকর্তাদের উপেক্ষা করে সেখানে শিক্ষকদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কয়েকজন কর্মকর্তার সুনির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব প্রদান না করে বরং নিজেদের পছন্দমতো কর্মকর্তাদের একাধিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও কর্তৃপক্ষের নেপথ্য ভূমিকা রয়েছে যা সর্বজনবিদিত। অতিসম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি প্লট আকারে বিক্রি করার ব্যাপারে সর্বস্তরের শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ থাকলেও সেখানে কর্তৃপক্ষের নীরবতা রহস্যজনক। উল্লেখ্য, কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধারে সিন্ডিকেট যা কারও অজানা নেই। খুবির অফিসার্স কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম ১১ জনের এ পদত্যাগপত্র পেয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন।

অবিলম্বে বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ অন্যথায় দুর্বার আন্দোলন

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট খুলনা জেলা শাখার সম্মেলনে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (বাশিস) মহাসচিব অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া অবিলম্বে বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের দাবি জানিয়ে বলেছেন, শিক্ষকদের প্রাণের এ দাবি পূরণে সবাইকে রাজপথে নামতে হবে। অতীতে যেসব নেতা শিক্ষকদের রাজপথে নামিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করে আন্দোলনকে ছুরিকাঘাত করেছে তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, এবারের আন্দোলন হবে দালালমুক্ত। অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া সরকারের পন্থা সেতু নীতির সমালোচনা করে বলেন, মাত্র ১০০ টাকা বাড়িভাড়া পাওয়া শিক্ষকদের এক দিনের বেতন কর্তনের সরকারি সিদ্ধান্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক। সরকারের এ সিদ্ধান্ত বাতিল না হলে প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, চাকরি জাতীয়করণ করা না হলে শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করা যাবে না। গতকাল দুপুরে খুলনা প্রেসক্লাব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম মঞ্জু। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট খুলনা জেলা শাখার সহ-সভাপতি ও বাকশিস কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব অধ্যক্ষ এএসএম সাইফুল্লাহ সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির অধ্যক্ষ রেজাউল করিম, সম্মেলন উদ্বোধন করে নজরুল ইসলাম মঞ্জু এমপি বলেন, শিক্ষকরা জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষকদের দুরবস্থার মধ্যে রেখে জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষক-কর্মচারীরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আগামীতে ১৮ দলীয় জোট ক্ষমতায় এলে তাদের ন্যায়সঙ্গত সব দাবি-দাওয়া মেনে নেয়া হবে। এ সরকারের সময় যারা চাকরি হারিয়েছেন তাদের চাকরি ফিরিয়ে দেয়া হবে। যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের বিচার পাওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে।